بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০২ পৌষ ১৪২৪
১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

আজ ১৬ই ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির অনন্য গৌরবের দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

৪৭তম মহান বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিজয়ের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ মা-বোনকে, যাঁদের অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

জাতির পিতার বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি'র শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টি'র ৬-দফা, উনসত্তরের ১১-দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে বৈধ ভিত্তি পায় বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। জাতির পিতা অনুধাবন করেছিলেন স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" মূলতঃ সেদিন থেকেই শুরু হয় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় পাক হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনেন। জাতি পায় স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত। বাঙালি জাতির এই বীরত্ব ও দেশাত্মবোধ বিশ্বে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তুলে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। অবৈধ সরকার গঠন করে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংবিধানকে ক্ষত বিক্ষত করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে বিএনপি জামাত সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে।

সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৯৬ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল সময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বাঙালি জাতি দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে। এই সরকার সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণ পুনরায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। আমাদের সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশ ও জনগণের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার গত নয় বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ প্রতিটি সেক্টরে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৮ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মানুষের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার। রিজার্ভ ৩৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। সাক্ষরতার হার ৭২ শতাংশের বেশী হয়েছে। দেশের ৮০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায়। দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ঔষুধ পাচ্ছে। গড় আয়ু বেড়ে ৭১ বছর ৮ মাস। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। সারাদেশে সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। জনগণকে দেওয়া ওয়াদা অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত থাকবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (World Documentary Heritage) হিসেবে ইউনেস্কোর International Memory of the World Register এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আজ সমগ্র দেশ ও জাতি গর্বিত।

আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমারও শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সারা বিশ্ব আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগ্রতির ভূয়সী প্রশংসা করছে। এই সব অর্জন সম্ভব হয়েছে সংবিধান ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। আমি আশা করি, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব।

আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করি। দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি। এটাই হোক ২০১৭ সালের বিজয় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

02 Poush 1424
16 December 2017

Message

Today is the 16th December, the Great Victory Day. This is the day of greatest pride for the Bangalee nation. Responding to the clarion call of the greatest Bangalee of all time, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangalee nation earned the ultimate victory on this day in 1971 after 23 years of intense political struggle and a 9-month bloody war against the Pakistani occupation forces.

I extend my sincere greetings and warm felicitations to the countrymen at home and abroad on the occasion of the 47th Victory Day. On this glorious day, I pay my deep homage to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I recall with gratitude the four national leaders, and three million martyrs, who sacrificed their lives and two hundred thousand women, who lost their innocence for the cause of our independence.

Bangalee nation got prepared for independence waging the Language Movement of 1952, the Education Movement of 1962, the 6-point Demand of 1966, 11-point Movement and the Mass Upsurge of 1969 under the undaunted and firm leadership of the Father of the Nation. Awami League earned an overwhelming majority in the general elections of 1970 through which Bangalee nation's aspiration for independence got legal basis. Bangabandhu realized that the oppression, persecution and deprivation meted out to the Bangalee nation would not be ended without achieving the independence. Ultimately, on the historic 7th March of 1971, Bangabandhu Sheikh Mujib in front of a million of people at the then Race Course Maidan declared that, "This time the struggle is for our freedom, this time the struggle is for the independence". Virtually, from that day, the final chapter had been started for achieving an independent Bangladesh. The country-wide non-cooperation movement had begun at the directives of Bangabandhu as part of the final preparations of the Liberation War.

On the fateful night of 25th March of 1971, the Pakistani occupation forces launched a brutal onslaught and committed genocide on the innocent and unarmed Bangalees. The Father of the Nation declared independence of Bangladesh in the early hours of the 26th March of 1971 resulting in the formal War of Independence.

On the 10th April of 1971, the proclamation of independence was announced by the elected people's representatives and the first Government of the People's Republic of Bangladesh was formed with Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the President, Syed Nazrul Islam as Vice-President and Tajuddin Ahmed as Prime Minister. This government was sworn-in on the 17th April of 1971 at the historic Mujibnagar in Meherpur and led the war of independence. Under the leadership of this government, the liberation war had gained momentum. The heroic freedom fighters with the help of the allied forces earned the victory on the 16th December of 1971 by defeating Pakistani occupation forces and their local collaborators Rajakars, Al-Badrs and Al-Shams. The nation ultimately earned an independent country, own national flag and national anthem. The heroism and patriotism of the Bangalee nation created a new history in the world.

As Bangabandhu had engaged himself in the struggle to build a "Golden Bengal" reconstructing the war-ravaged country, the anti-liberation forces in collusion with the war criminals assassinated Bangabandhu Sheikh Mujib along with most of his family members. Through the heinous killings of the 15th August 1975, they initiated the politics of killings, coup and conspiracy and obstructed the process to try the killers of Bangabandhu Sheikh Mujib through promulgating Indemnity Ordinance. They ruined the democracy by declaring Martial Law and formed an illegal government. They distorted the glorious history of our independence. They defaced the Constitution and gagged the press freedom. The BNP-Jamat alliance government had followed the paths of their predecessors.

Cont. P/2

بسم الله الرحمن الرحيم

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

The Bangalee nation reestablished the democracy in 1996 through a long struggle and sacrifice. Our government's 1996-2001 tenure will always be manifested as a glorious period in our national history. The Bangalee nation reestablished democracy and rights of the people in 2008 through a long struggle. The nation overwhelmingly voted in favour of Awami League, the party that led the War of Liberation, in the much-awaited parliamentary elections. The Awami League-led Grand Alliance Government ensured the franchise of the people by bringing the 15th amendment to the Constitution which prohibited usurpation of the state power.

The people of Bangladesh again made Awami League victorious in the 5th January elections in 2014 and thereby preserved the continuation of the constitutional process. Our government has relentlessly been working for the development of the country and its people as per its election pledges.

Our government has been taking forward the country with immense developments in all sectors, including economy, agriculture, education, transport and communication, ICT, infrastructure, power generation, rural economy and diplomatic relation and cooperation during the last nine years. Bangladesh has already been elevated to a lower middle income country. In the index of economic progress, Bangladesh is one of the top five countries of the world.

Bangladesh has become the role model in development of the world. In the last fiscal, the GDP growth rate was 7.28%. The rate of poverty was reduced to 22 percent. People's income and purchasing capacity have substantially been raised. The per capita income has been raised to USD 1610. The foreign exchange reserve has now increased to USD 33 billion. Five crore people have been upgraded to the middle class group. The country has attained self-sufficiency in food production. The students are getting free textbooks. The literacy rate is now over 72%. Eighty three percent people of the country have come under the electricity coverage. The healthcare facilities are being provided to the doorsteps of the people. Thirty types of medicines are being provided to the poor free of cost. The life expectancy has risen to 71 years and 8 months. Digital Bangladesh has been established. Lots of projects have been implementing for the development in road, rail, highways, bridges, flyover, elevated express-ways, under-pass, waterways and overall communication infrastructures etc across the country. The construction work of metro-rail project has been started. We are constructing the Padma bridge with own fund. We have executed the verdict of the trial of the killers of Bangabandhu Sheikh Mujib establishing the rule of law. The verdicts of the trials of the war criminals are also being executed. The trials of war criminals will be continued as per our pledges to the nation.

The historic 7th March Speech of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has been included in the international memory of the world register as World Documentary Heritage by UNESCO. This recognition of the 7th March Speech has made the whole nation proud once again.

We have peacefully resolved the land boundary problem with India. Disputes with India and Myanmar on maritime boundary have also been resolved. Bangladesh's contribution to the various international forums for establishing global peace has been lauded. The world is now acclaiming Bangladesh for attaining remarkable progress in socio-economic fronts. All these were possible through continuation of the constitutional and democratic process.

We have been working relentlessly to build a hunger and poverty-free, and a peaceful middle-income Bangladesh by 2021, and a developed and prosperous one by 2041. We are hopeful of building a Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation through implementing the Visions 2021 and 2041.

Let us come and uphold the development and democratic spree being imbued with the spirit of the freedom struggle. Let us engage ourselves for the welfare of the country. Let this be our vow on the Victory Day of 2017.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina